গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ চিত্রল হরিণ লালন-পালন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৯

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ এর আওতায় বাংলাদেশে চিত্রল হরিণ লালন-পালন সংকান্ত নীতিমালা নিম্ন বর্ণিত ভাবে সরকার প্রনয়ন করলেন ঃ

১। শিরোনাম ঃ এ নীতিমালা "বাংলাদেশ চিত্রল হরিণ লালন-পালন নীতিমালা-২০০৯" নামে অভিহিত হবে।

২। প্রয়োগ ঃ এ নীতিমালা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে।
এ নীমিলা শুধুমাত্র চিত্রল হরিণ লালন-পালনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য প্রজাতির হরিণ এ নীতিমালার আওতাভূক্ত হবে না।

৩। উদ্দেশ্য ঃ

ক) ব্যক্তি পর্যায়ে চিত্রল হরিণ লালন-পালনের শর্তাবলী নীতিমালা আকারে প্রণয়ন।

খ) চিত্রল হরিণ লালন-পালনের পর তার end use অর্থাৎ চিত্রল হরিণ বিক্রয়, হস্তান্তর বা মাংস কনজিউমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গ) চিত্রল হরিণ লালন-পালনের পজেশন ফি ও নবায়ন ফি যৌক্তিক ভাবে ধার্য করণ।

৪। নিবন্ধীকরণ ঃ

ক) ব্যক্তি মালিকানায় চিত্রল হরিণ লালন-পালন করা যাবে।

খ) চিত্রল হরিণ প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে।

গ) উৎসাহী আবেদনকারীকে চিত্রল হরিণ পালনের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বরাবর এবং খামার পর্যায়ে হলে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক বরাবর আবেদন করতে হবে।

ঘ) বন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি চিত্রল হরিণ পালনের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক চিত্রল হরিণ পালনের পরিবেশ সম্পর্কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

ঙ) উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ে হলে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক চিত্রল হরিণ ক্রয়/সংগ্রহের অনুমতি প্রদান বা আবেদন নাকচ করে দিতে পারেন।

চ) চিত্রল হরিণ-লালন পালনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত হারে ফি প্রদান পূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

(১) খামার ব্যতীত চিত্রল হরিণ পালনের লাইসেন্স ফি = ৫০০/= টাকা

(২) মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রতি খামারের জন্য লাইসেন্স ফি = ৫,০০০/= টাকা।

(৩) জেলা সদর এলাকায় প্রতি খামারের জন্য লাইসেন্স ফি = ২,৫০০/= টাকা

(৪) অন্যান্য এলাকায় প্রতি খামারের জন্য লাইসেন্স ফি = ২,০০০/= টাকা।

(৫) প্রতিটি হরিণের পজেশন ফি = ১০০/- টাকা ও নবায়ন ফি বাৎসরিক = ১০০/= টাকা।

(৬) প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের মধ্যে নবায়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(৭) কোন ব্যক্তির হরিণের সংখ্যা ১০ (দশ) টির অধিক অতিক্রম করলে তার ক্ষেত্রে অত্র অনুচ্ছেদের চ. এর (২), (৩) ও (৪) প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিকে খামারী হিসেবে পুনরায় লাইসেন্স গ্রহরণ করতে হবে।

৫। শর্তাবলী ঃ

ক. 'ব্যক্তি পর্যায়ে' ঃ ১০ (দশ) টির কম চিত্রল হরিণ থাকলে 'ব্যক্তি পর্যায়ে' বলে বিবেচিত হবে।

খ. 'খামার পর্যায়ে' ঃ ১০ (দশ) টির অধিক চিত্রল হরিণ থাকলে 'খামার পর্যায়' হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ. সংখ্যাধিক্য বা অন্য কোন কারণে বন বিভাগ চিত্রল হরিণ বিক্রয় করতে পারবে। তবে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক ক্রয়/বিক্রয় করতে পারবে।

ঘ. শুধুমাত্র বন বিভাগ, সরকারি চিড়িয়াখানা বা পজেশন সার্টিফিকেট রয়েছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে চিত্রল হরিণ সংগ্রহ বা ক্রয় করা যাবে।

ঙ. ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক এর লিখিত সম্মতিক্রমে শুধুমাত্র লালন-পালনের জন্য চিত্রল হরিণ ক্রয় ও বিক্রয় করা যাবে।

চ. পজেশন ফি বাবদ সরকারি রাজস্ব আদায় পূর্বক ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক চিত্রল হরিণ লালন-পালনের পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

ছ. চিত্রল হরিণ লালন-পালনের জন্য সরকার নির্ধারিত হারে পজেশন ফি এবং নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে।

জ. যে বনে চিত্রল হরিণ পাওয়া যায় উক্ত বনের ১৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে কোন চিত্রল হরিণ খামার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

ঝ. রেজিষ্টার সংরক্ষণ :

১) চিত্রল হরিণ লালন পালনকারী কর্তৃক চিত্রল হরিণ সংক্রান্ত একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ কতে হবে (ফরম-১)। বন বিভাগের কর্মকর্তা পরিদর্শন কালে চিত্রল হরিণ লালন-পালনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চিত্রল হরিণ ও রেজিস্টার দেখাতে বাধ্য থাকবেন।

২) সংশ্লিষ্ট বিট/থানা/উপজেলা বন কর্মকর্তা কর্তৃক চিত্রল হরিণ সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা কর্তৃক চিত্রল হরিণ সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

৪) খামার পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক কর্তৃক চিত্রল হরিণ সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

৫) ব্যক্তি এবং খামার উভয় পর্যায়ের চিত্রল হরিণ সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি রেজিস্টার প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ এর পক্ষে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে।

ঞ. চিত্রল হরিণের বার্ষিক প্রতিবেদন সরাসরি ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক এর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে (ছক সংযুক্ত) এবং উভয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিট/থানা/উপজেলা বন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা বন সংরক্ষক উক্ত প্রতিবেদনের একটি কপি প্রধান বন সংরক্ষক এর দপ্তরে দাখিল করবেন। বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা প্রধান বন সংরক্ষকের পক্ষে উক্ত প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবেন (প্রতিবেদনের ছক সংযুক্ত ফরম-২)।

ট. চিত্রল হরিণের বাচ্চা প্রসব করলে, বাচ্চা প্রসবের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এবং কোন কারণে হরিণের মৃত্যু ঘটলে মৃত্যুর দিন হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক এর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে এবং উভয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিট/থানা/উপজেলা বন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা বন সংরক্ষক উক্ত প্রতিবেদনের একটি কপি প্রধান বন সংরক্ষক এর দপ্তরে দাখিল করবেন। বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা প্রধান বন সংরক্ষকের পক্ষে উক্ত প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবেন।

ঠ. চিত্রল হরিণ বা চিত্রল হরিণের মাংস বা চিত্রল হরিণের যে কোন ট্রফি স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক এর নিকট হতে স্থানান্তর পাস গ্রহণ করতে হবে।

ড. চিত্রল হরিণ দান বা উপহারের ক্ষেত্রে চিত্রল হরিণ দাতা ও গ্রহীতাকে ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষককে অবহিত রেখে দান বা উপহার প্রদান ও গ্রহণ করতে হবে।

ঢ. চিত্রল হরিণ পূর্ণ বয়স্ক হলে তার মাংস কনজিউম করা যাবে। তবে বিষয়টি ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং খামার পর্যায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষককে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য অবহিত করতে হবে এবং উভয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিট/থানা/উপজেলা বন কর্মকর্তা নিকট প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা বন সংরক্ষক উক্ত প্রতিবেদনের একটি কপি প্রাধান বন সংরক্ষক এর দপ্তরে দাখিল করবেন। বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা প্রধান বন সংরক্ষকের পক্ষে উক্ত প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবেন।

৬। চেকিং ঃ বন অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ফরেষ্টারের নীচে নয়) তাদের স্ব স্ব এলাকায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা খামারের চিত্রল হরিণ পরিদর্শন করতে পারবেন।

৭। নিয়ন্ত্রণ ঃ এ নীতিমালার ব্যত্যয় সাধন পূর্বক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চিত্রল হরিণ লালন-পালণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার লাইসেন্সে বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৮। রহিতকরণ ঃ এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সকল আদেশ নির্দেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯। ব্যাখ্যা ঃ এ নীতিমালা কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সরকারের নিকট হতে তা গ্রহণ করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০। নীতিমালার কার্যকারিতাঃ এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত-০৬/০১/২০১০

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়